বিলের জলে মাঘরাতের জ্যোৎস্না - জোনবিলের মেলা

❑ দেবযানী নাগ
প্রাক্তন ছাত্রী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত অসম। নীল পাহাড় ও সবুজ ভূমি ব্রহ্মপুত্র নদীর শাখা-প্রশাখার আলপনা অসমের বুক জুড়ে। মনে হয় প্রকৃতির বিশাল ক্যানভাসে আঁকা এক সুন্দর জলছবি। যেন কোন শিল্পীর কল্পনা বা কোন চিত্রকরের তুলির টান। বিভিন্ন জাতি উপজাতির বাসভূমি এই অসম। তাঁদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, উৎসব স্বাভাবিক ভাবেই একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে দেয়।

জোনবিলের মেলা অসমের এক অন্য গোত্রের মেলা, এক নতুন রূপের মেলা। এ মেলা নিছক ধর্মীয় মেলা নয়, হয়ত এখানেই এর আকর্ষণ। মহানগরের খুব কাছেই জাগীরোড দূরত্ব প্রায় ৩২ কি. মি., এই জাগীরোডের খুব কাছেই জোনবিল নামের বিলের পারে এই মেলা প্রতি বছর শীতের সময় মাঘ বিহুর পরে শুরু হয়।

'জোনবিল' নামটা একটু অদ্ভুত। 'জোন' কথার অর্থ চাঁদের আলো। এর পেছনে লোকের মুখে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে প্রাচীন সময়ে গোভাদেউ রাজা রানীর সাথে এই বিলে মাছ ধরতে আসতেন। বিলের জলের জোৎস্নার জন্য সমগ্র পরিবেশ ভীষন সুন্দর লাগে রাজার কাছে। এবং হয়ত এখান থেকেই এই বিলের নাম জোনবিল হয়।

বস্তুতই এই মেলা এক ভিন্ন চরিত্রের মেলা তাই এর আকর্ষণ কম নয়। এই মেলা যে কতটা প্রাচীন তার সঠিক হিসেব আজও পাওয়া যায়নি। জোনবিল মেলার প্রধান আকর্ষণ হল বস্তু বিনিময়। এই মেলাতে প্রাচীন পদ্ধতিতে এখনও বস্তু বিনিময় হয়ে থাকে। মেলাতে আদিবাসীরা যেমন খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, কছারি মেঘালয় পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসে তাঁদের পাহাড়ে উৎপাদিত কৃষি সামগ্রী নিয়ে। কৃষি সামগ্রীর মধ্যে থাকে আদা, হলুদ, কচু ও সব্জী। এই সমস্ত আদিবাসী লোকেরা বিনিময় করে নেয় সমতলের লোকেদের সাথে তেল, চাল, জিরা, শুকনা মাছ, পিঠা ইত্যাদি দিয়ে।

বস্তু বিনিময় আধুনিক সভ্যতার যুগে দুর্লভ। প্রাচীন কালে টাকা পয়সার প্রচলন ছিল না। সেই সময়ে লোকেরা নিজেদের আবশ্যকতা পূর্তির জন্য এই বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে নিত।

জোনবিলের মেলাতে খুব ভোর বেলাতে প্রায় সূর্য্য ওঠার আগে এই বিনিময় হয়ে যায় এবং এরপরে আদিবাসী লোকেরা ঘরে ফিরতে থাকে। মেলার শুরুতে অগ্নি দেবতার পূজো করা হয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য। মেলার শুরুতে লোকেরা আসে দল বেঁধে। এই সমস্ত আদিবাসীরা ভীষন সরল হয়। আধুনিক সমাজের কৃত্রিমতা এঁদের ছুঁয়ে যেতে পারে না। সমন্বয় ও সংস্কৃতির মিলন স্থল এই জোনবিলের মেলা। মেলার আয়োজন হয় তিন দিনের। তিনদিনের মেলাতে প্রথম দুদিন মাছ ধরা হয়ে থাকে

জোনবিল থেকে। মাছে পরিপূর্ণ হয়ে থাকা জোনবিলে ইদানিং মাছের সংখ্যা কমে আসছে। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাও স্থান পায় এই মেলাতে যেমন মুরগীর লড়াই ইত্যাদি। এর সাথে প্রীতিভোজেরও ব্যবস্থা থাকে।

ইতিহাস ও পারম্পরিক সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই জোন বিলের মেলাতে তিওয়া আদিবাসী রাজার রাজসভার রাজকীয় দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই মেলাতেই রাজা ও তাঁর পরিষদগন তাঁর রাজ্যের লোকেদের থেকে কর নিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রান্তের রাজারাও আসেন, প্রীতিভোজের আয়োজন এই উপলক্ষে করা হয়ে থাকে।

জোনবিলের মেলা তিওয়া জনজাতির আনন্দ উল্লাসের মেলা। শুধু এঁদের নয় সমগ্র অসমবাসীর কাছেই এই মেলা এক শুভ বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। প্রতি বছর অনেক লোক বিভিন্ন স্থান থেকে এই মেলাতে অংশ গ্রহন করতে আসে এই উপলক্ষে জোনবিলের পারে বড় বাজার ও বসে।

তিওয়া জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীরা পরম্পরাগত নৃত্য পরিবেশন করে। বাজনার তালে তালে নানা ভঙ্গীতে নেচে চলে সব। বড় ছন্দময় এই নাচ যা একঘেয়েমির অবকাশ রাখে না। এই নাচ গান এদের জীবনের অঙ্গ। অভাব-অনটন, না পাওয়া সব কিছুই হয়ত এভাবেই ভুলে থাকে এরা। তবে প্রাচীনতার বদলে আধুনিকতার ছোঁয়াও লেগেছে এখন মেলাতে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে। তথাপি ঐতিহ্য রক্ষা করার চেষ্টা হয়ে যাচ্ছে। এই তিন দিন জোনবিলের পার জাতি-জনজাতি সমন্বয়ে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। জানা-অজানার প্রকাশ-অপ্রকাশের আড়ালে কিছুটা সময় হয়ত জীবনের হিসেবে অল্প একটু সময় কিন্তু এই সময়টুকুই মানুষের মনে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকে জীবনের মধুর স্মৃতি।